দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 MAR 1986
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 1 ...

077

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৯২

এসএসসি পরীক্ষা পরিস্থিতি

এস, এস, সি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে নকলের হিড়িক লেগেছে বলে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকটি এলাকায় পুলিশের সাথে নকল সরবরাহকারীদের সংঘর্ষ হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে পুলিশকে কয়েকটি কেন্দ্রে গুলী ছুড়তে হয়েছে। পুলিশের গুলীতে নাটোরের একটি কেন্দ্রে নিহত হয়েছে একজন ছাত্র, আরো ৫ জন হয়েছে আহত। নকলে বাধা দিতে গিয়ে কয়েকটি কেন্দ্রে নাজেহাল হয়েছেন ক'জন ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরিদর্শক। '৭২ সালের পর পরীক্ষায় এত ব্যাপক হারে নকল হতে আর দেখা যায়নি বলে পত্র-পত্রিকার খবরে উল্লিখিত হয়েছে। এবারে এত ব্যাপক হারে নকল হওয়ার প্রধান কারণ বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের ধর্মঘট। তাদের অনুপস্থিতিতে সরকারী মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ও সরকারী কর্মকর্তারা পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করছেন। পরীক্ষার্থীর সংখ্যার তুলনায় পরিদর্শকের সংখ্যা অনেক কম হওয়ায় নকলের প্রবণতা বেড়েছে।

বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের দু'দফা দাবীর ভিত্তিতে ধর্মঘট শুরু করেছেন গত ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে। দাবীর ব্যাপারে সমঝোতা না হওয়ায় তাদের ধর্মঘট চলছে। এর ভেতরেই সরকার এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। গত ৬ই মার্চ থেকে পরীক্ষা শুরু হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা বেশী, পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও সেগুলো থেকেই অনেক বেশী। এ স্কুলগুলোর শিক্ষকদের অনুপস্থিতি পরীক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি অস্বাভাবিক নয়। এ ঝুঁকি সামনে রেখেই পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

পরীক্ষা পরিচালনার কাজ যাতে স্বাভাবিকভাবে চলে সরকার সেজন্য জরুরী কতগুলো ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান তাতে কি সর্বাংশে সম্ভব হয়েছে? পরীক্ষার সাথে লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এটাকে কোনভাবেই একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় হিসেবে নেয়া যায় না। শিক্ষকদের দিক থেকেও এব্যাপারে যেমন বিশেষ বিবেচনা রাখতে হবে তেমনি তাদের দাবী-দাওয়ার প্রশ্নও সহানুভূতির সাথে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই তাদের দাবীর প্রশ্ন ফয়সালা হওয়া উচিত। এর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সে লক্ষ্যে এগোনো দরকার। গ্রেফতারকৃত শিক্ষকদের মুক্তি দেয়ার মধ্য দিয়ে সরকার সে পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগ নিতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ স্বার্থের কথা বিবেচনা করে শিক্ষকদের এতে অনুকূল সাড়া দিতে দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

বেসরকারী শিক্ষকদের ধর্মঘটের কারণে এবারে নকলের হিড়িক দেখা গেলেও এর বর্ধিত প্রবণতা নতুন নয়। গত কয়েক বছর ধরে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাতে নকলের ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এবারে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে নকল সরবরাহকারীদের হামলা, পরিদর্শক নাজেহাল, তা রোধে পুলিশের গুলীবর্ষণ, তাতে ছাত্র হতাহত হওয়ার ঘটনা জনমনে উদ্বেগের মাত্রা বাড়িয়ে না তুলে পারে না। সমস্যার সত্যিকার সমাধান যে এভাবে সম্ভব নয়, তার উল্লেখ নতুনভাবে নিষ্প্রয়োজন। সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে এর মূল কারণগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত হতে হবে। নকলের প্রবণতা আজ অনেকটা সাধারণভাবেই দেখা যাচ্ছে। মূল ত্রুটি রয়ে গেছে শিক্ষা ব্যবস্থায়, পরীক্ষা পদ্ধতিতে। অনায়াসে কার্যসিদ্ধির যে প্রবণতা আমাদের সমাজে আজ সাধারণভাবে দেখা যায় তার প্রভাবও এতে অনেকটা রয়েছে। সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে তাই গোড়াতে শোধরানোর প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার পদ্ধতির পরিবর্তন হলে নকলের প্রবণতাও কমে আসতে বাধ্য। এ জন্যে উন্নত দেশগুলোর ব্যবস্থা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এর সাথে মিলিয়ে এ ব্যাপারে উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে এখন থেকেই জরুরী উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।